পাক্ষিক

আহ্‌মদী

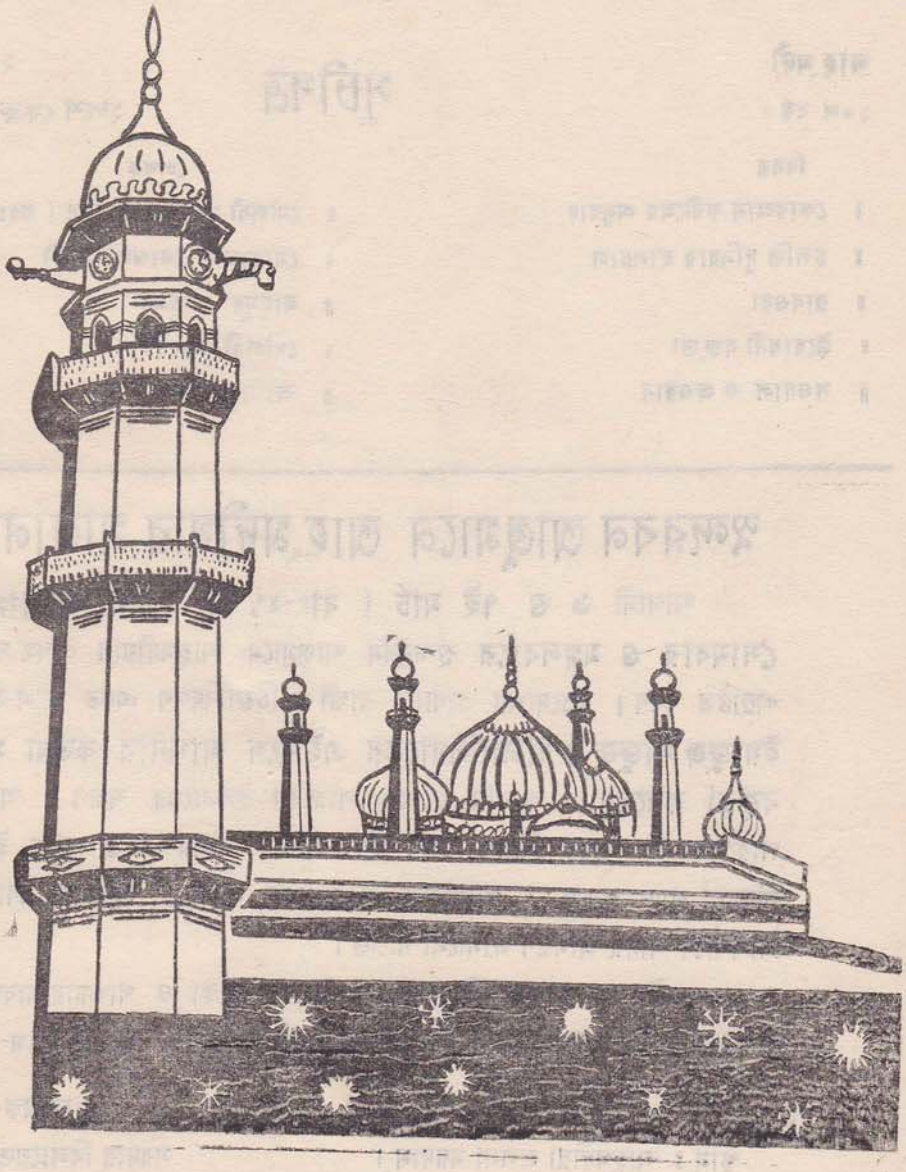

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

২০শ সংখ্যা
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

২০শ সংখ্যা
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ইসাব্দ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩৩১
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৩৩৩
রাবওয়া	মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ	৩৩৫
উদ্বোধনী বক্তৃতা	মৌলবী মোহাম্মাদ	৩৪১
সওয়াল ও জওয়াব	আনিসুর রহমান	৩৪৫

সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসা

আগামী ৬ ও ৭ই মার্চ (বাং-২১ ও ২২শে ফাল্‌গুন ১৩৭৩) **সোমবার ও মঙ্গলবারে** সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে। প্রদেশের প্রখ্যাত বাগ্মী ও চিন্তাবিদগণ এতে অংশ গ্রহণ করবেন। **ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জালিয়াতের এই যুগে আপনার কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা বক্তৃতা করবেন।** আপনি জানতে পারবেন ইসলামের স্বরূপ; আরও জানতে পারবেন কি ভাবে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলাম আজ বিস্তার লাভ করছে। আমাদের আয়োজিত সালানা জলসায় যোগদানের জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

স্থানীয় আঞ্জুমানে বহিরাগত মেহমানদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র সাথে আনার জন্য অনুরোধ করি। ওয়াচ্ছালাম।

আহ্বায়ক—
সরদার বিলায়েত হোসেন
সেক্রেটারী, ইসলাহ্ ও ইরসাদ,
সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
যতীন্দ্রনগর, খুলনা।

স্থান : আহ্‌মদীয়া জলসা ময়দান।
(প্রেসিডেন্ট, সামসুর রহমান
টি. কে. সাহেবের গৃহের পার্শ্বে)।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ২৮শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৭ সন : ২০শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ আনফাল

৭ম রুকু

৫০ ॥ (সেই কথা স্মরণ কর) যখন মুনাফিকগণ এবং যাহাদের হৃদয়ে রোগ ছিল তাহারা বলিতেছিল, তাহাদের ধর্ম (বিশ্বাস) এই সমস্ত মুসলমানকে সম্মোহিত করিয়াছে। পরন্তু যাহারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে (তাহারা জানিয়া রাখুক যে,) আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫১ ॥ এবং যদি তুমি (তাহাদের) সেই সময়ের অবস্থা দর্শন করিতে যখন ফিরিস্তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিতে থাকিয়া মৃত্যু ঘটাইবে এবং (বলিবে) দহনকারী শাস্তিভোগ কর।

৫২ ॥ উহা তোমাদের স্বহস্ত প্রেরিত কর্মফল। এবং আল্লাহ্ (তাঁহার) বান্দাগণের প্রতি কস্মিনকালেও অত্যাচারী নন।

৫৩ ॥ (ইহাদের অবস্থা) ফেরাউনের সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত—তাহারা আল্লার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পাপের দরুণ ধৃত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা।

৫৪ ॥ উহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ কখনও সেই নিয়ামতকে পরিবর্তন করেন না, যাহা তিনি কোন জাতিকে দান করিয়াছেন, যে পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্ সম্যক শ্রোতা, পরমজ্ঞাতা।

৫৫ ॥ (ইহাদের অবস্থা) ফেরআউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার মত। তাহারা তাহাদের প্রভুর নিদর্শনরাজিকে মিথ্যা বলিয়াছে। এইজন্য আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পাপের দরুন ধ্বংশ করিয়াছি এবং ফেরআউনের অনুচরদিগকে আমরা জলমগ্ন করিয়াছি এবং তাহারা সকলেই অত্যাচারী ছিল।

৫৬ ॥ নিশ্চয় আল্লার সমীপে তাহারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব যাহারা (সমাগত নবীকে) প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; অতঃএব তাহারা ঈমান আনয়ন করিবে না।

৫৭ ॥ উহারাই তাহারা যাহাদের সহিত তুমি চুক্তি করিয়াছ; অতঃপর তাহারা প্রত্যেকবারই তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করে এবং (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে না।

৫৮ ॥ সুতরাং যদি তুমি তাহাদিগকে সম্মুখ সমরে প্রাপ্ত হও, তাহাদের সহিত এমনভাবে (প্রচণ্ডাকারে) যুদ্ধ কর যেন উহাদের (পর্যুদস্ত অবস্থা) দ্বারা তাহাদের অনুবর্তী লোকদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া দিতে পার (এবং) যেন তাহারা (চুক্তিভঙ্গের ফল সম্বন্ধে) সমুচিত শিক্ষা পায়।

৫৯ ॥ এবং যদি তুমি কোন জাতির বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্বন্ধে আশঙ্কা কর তবে (তাহাদের চুক্তিকে) তুমি তাহাদের প্রতি তুল্যভাবে প্রত্যার্পণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।'

(ক্রমশঃ)

★

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ হইতে জানিয়া যিনি গায়েবের (অজ্ঞেয়) সংবাদ জানান, অভিধান অনুসারে তিনি নবী। অতএব যেখানে এই অর্থ বুঝাইবে, সেখানে নবী শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত হইবে। প্রত্যেক নবীর জন্য রসুল হওয়ার শর্ত রহিয়াছে। কারণ যদি তিনি রসুল না হন, তাহা হইলে নির্মল গায়েবের খবর তিনি পাইতে পারেন না।　　—ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী

দুনিয়া কোন পথে ঃ

কিছুদিন হলো খ্যাতনামা চিত্রাভিনেতা মিঃ ক্যারিগ্র্যাণ্ট লণ্ডনে বলেন যে, আগামী ১ শত বৎসরে বিবাহ প্রথার অস্তিত্ব থাকবে না। উল্লেখ যোগ্য, তিনি ৬২ বৎসর বয়সে বিবাহ করেছেন। যাক, সে কথা। চিন্তা নায়ক জর্জ বার্ণাড শ' বলেছেন, "১ শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপ ইস্‌লাম গ্রহণ করবে।" যদি তাই হয়, তবে অন্ততঃ ইউরোপ হতে বিবাহ প্রথা বিদায় নিতে পারবে না; বরং সেখানে বিবাহের ভিত্তিমূল আরো দৃঢ় হবে। যাক, এসব কথা। মনে হয় মানুষের নৈতিক মানের অধঃপতন লক্ষ্য করেই উভয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে মানুষের নৈতিক মান বিশেষ করে যৌন সম্পর্কিত নৈতিক মান যেভাবে ধূলিসাৎ হতে চলেছে এর শেষ পরিণতির কথা ভেবেই হয়ত মিঃ ক্যারিগ্র্যাণ্ট বলেছেন—বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ ঘটবে। অপরদিকে মানুষের অধঃপতন যখন চরমে উঠে তখনই নতুন করে আবার তার নৈতিক জীবন শুরু হয়। এই শুরুর গোড়াতে হয় কোন নবী রসুলের আগমন। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর শুভাগমনে বর্তমান দুনিয়ার নৈতিক পংকিলতা নিস্বরণের গোড়াপত্তন হয়েছে। এটাকে জগতময় কার্যকরী করে তোলার গুরুদায়িত্ব আহ্‌মদীয়া জামাতের উপর। আমরা যদি ইসলামের প্রকৃত আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাই তবে দুনিয়া হতে নৈতিক নৈরাশ্যের করাল ছায়া দূর হবে এবং শত বৎসরের মধ্যেই হয়ত মানবতা সুষ্ঠু ও সুন্দর নৈতিক জীবনের অধিকারী হবে।

তবে এত কেন ?

কিছুদিন হলো 'আঁটসাট টেঙ্গী পোষাক দেহের আকৃতি নষ্ট করে দিতে পারে' বলে সংবাদ পত্রে একটি খবর বের হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ

"উত্তর সাগরের সিলট দ্বীপে অবস্থিত ওয়েষ্টারল্যাণ্ডে সম্প্রতি এক মেডিক্যাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে জার্মান ডাক্তাররা পোষাক ও ফ্যাশন নির্মাতাদের স্বেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। হামবুর্গের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ইফেনবারগার বলেন, অস্বাচ্ছন্দপূর্ণ পোষাক পরিধানের প্রবণতা অক্ষুন্ন থাকলে পরিণামে মানুষের দৈহিক বিকৃতি ঘটবে এবং তা কেউ রোধ করতে পারবে না।

অস্বাচ্ছন্দপূর্ণ পোষাক পরিধানের ফলে শরীরের কি ধরণের ক্ষতি হতে পারে, প্রফেসর ইফেনবারগার তার একটি ফিরিস্তি দেন। তিনি বলেন, ফ্যাশন নির্মাতারা এমন সব উপকরণ দিয়েও পোষাক নির্মাণ করে যার মধ্যে দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে না। তাছাড়া কোন কোন পোষাক এত বেশী আঁটসাট হয় যে, তা পরিধান করে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন যে, পরিহিত পোষাকের মধ্যদিয়ে বাতাস চলাচল করতে না পারলে

দেহাভ্যন্তরস্থিত দূষিত পদার্থ বাষ্পাকারে বের হতে পারে না এবং আঁটসাট পোষাকের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে নড়াচড়ার অবকাশ পায় না। তার ফলে দেখা দেয় নানা প্রকার ব্যাধি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি। আধুনিক অস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পোষাকের মধ্যে তিনি জুতা, মোজা, প্যাণ্ট, জামা ও মস্তকাবরণীর অসুবিধের কথা বেশী করে উল্লেখ করেন।

প্রফেসর ইফেনবারগার পশ্চিম ইউরোপের দেশ-সমূহে আধুনিক ফ্যাশনের জুতার অপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ফ্যাশনের খাতিরে পশ্চিমা দেশগুলোতে বর্তমানে এমন ধরণের জুতার ব্যবহার চলছে যার দ্বারা পায়ের স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফ্যাশনের মোহে পড়ে সেই সমস্ত দেশের লোকেরা এই অনিষ্টের কথাটি বেমালুম ভুলে থাকেন। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে অস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জুতা ব্যবহারের ফলে ইতিমধ্যেই শতকরা ৯৫ জন মহিলার পায়ের আকৃতি নষ্ট হতে শুরু করেছে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লম্বা সরু আকৃতির জুতা ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় তাদেরও পায়ের আকৃতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেড়ে চলেছে। জার্মানীতে ক্রমশঃই এক ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে দেখা গেছে, বিকৃত আকৃতির জুতা ব্যবহারের ফলে প্রতি চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে এক জনের পায়ের স্বাভাবিক আকৃতি নষ্ট হতে শুরু করেছে। সম্মেলনে যোগ-দানকারী ডাক্তারেরা পিতা-মাতাদের কাছে ছেলে মেয়েদের অস্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পোষাক পরিধান বন্ধ করে দেবার আবেদন জানিয়েছেন।

বর্তমান জামানাকে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। এই বলার মধ্যে অত্যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের আলোতে আমরা সবকিছু বিচার করাই সঠিক বলে বিবেচনা করি। তবে আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ ও ফ্যাশনের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম হবে কেন? বিশেষতঃ ঐ ব্যতিক্রম দ্বারা যদি মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলকেই ডেকে আনা হয়। সাময়িক মোহের স্রোতে ভেসে বেড়ালে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হতে বাঁচা যায় না। একথা বোকারাই ভুলে যেতে পারে। তথাকথিত টেডী ফ্যাশন-ভুষণ যেন আমাদিগকে বোকার দলে নিয়ে না যায় সে জন্য সজাগ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

★

"নবীর জন্য শরীয়ত দাতা হওয়ার শর্ত নাই"

আল্লাহ্ হইতে যিনি গায়েবের সংবাদ পান তাঁহার নাম নবী না হইলে কি নামে তাঁহাকে অভিহিত করা যাইবে? যদি বল তাঁহাকে 'মুহাদ্দাস' বলা উচিত তাহা হইলে আমি বলিতে চাই যে, কোন অভিধানেই 'তাহ্‌দীসের' অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া নহে; কিন্তু নবুওতের অর্থ গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবী আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষার শব্দ। হিব্রুতে এই শব্দের উচ্চারণ 'নাবী' এবং ইহা 'নাবা' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ, আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানিয়া গায়েবের সংবাদ দেওয়া। নবীর জন্য শরীয়ত দাতা হওয়ার শর্ত নাই। নবুয়ত আল্লাহ্‌র অপার্থিব দান। ইহা দ্বারা গায়েবের সংবাদ ব্যক্ত হয়।

—ইমাম মাহ্‌দী

॥ রাবওয়া ॥

মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ

ছাত্র, জামেয়া আহ্‌মদীয়া, রাবওয়া

واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين

"এবং তাহাদের উভয়কে আমরা স্থান দান করেছিলাম এক উর্বরা সুজলা উচ্চ ভূমিতে"।– (মোমেনুন, রুকু ৩, আয়াত—৫০

পাক-ভারত উপমহাদেশের সুপ্রাচীন বিখ্যাত ঐতিহাসিক নগর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী লাহোর নগর হইতে একশত মাইল উত্তর পশ্চিমে চিনাব (চন্দ্রভাগা) নদীর পশ্চিম তীর ঘেষিয়া একটি ছোট্ট শহর অবস্থিত। করাচী, লাহোর বা ঢাকার ন্যায় আকাশচুম্বী ইমারত এই শহরটিতে একটিও নাই। দুই তৃতীয়াংশ ইমারত এরূপ যেগুলোর অধিকাংশই সিমেন্টের অংশ হইতে বঞ্চিত। যেগুলোর উপর কেবল সিমেন্টের আস্তর করা হইয়াছে মাত্র। অথচ এ মহাদুর্দিনে ইসলামের তথা শান্তির সমীরণ বয়ে নেওয়ার জন্য করুণাময় আল্লাহ্‌তালা এ ক্ষুদ্র শহরটিকে মনোনীত করেছেন। শহরটির নাম হলো রাবওয়া।

আল-কোরআনের বাণী ঃ—

وان من شيء الا خلا فيها نذير

"এমন কোন দেশ নাই যে দেশে সতর্ককারীর শুভাগমন হয় নাই।" চীন দেশে সতর্ককারীর শুভাগমন হয়েছে। পারস্য, সিরিয়ায় সতর্ককারীর আগমন হয়েছে। আরব ভূমে মানবকুল শিরোমণি, প্রভুর শ্রেষ্ঠ বন্ধু সমস্ত জাতির ত্রাণকর্তা মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) আগমন করেছিলেন। চিরাচরিত নিয়ামনুযায়ী অতীতে সৌন্দর্যের দেশ, বৈচিত্রের দেশ, মহামূল্য রত্নরাজীর দেশ ভারতেও [পাক-ভারত] নবী এসেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীতেও ভারত-ভূমে একজন নবীর শুভাগমন হয়েছে। তিনি মোহাম্মাদ আরবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ও তাঁর বর্ণিত লক্ষণগুলো প্রকাশ হওয়ার সময় আগমন করেছেন। যেমন সহী মোসলেমের ২য় খণ্ডে আছে, "তিনি অর্থাৎ মাহ্‌দী দামেস্কের পূর্ব দিকে শুভ্র স্তম্ভের নিকট আবির্ভূত হবেন। জওয়াহেরুল আছরারের ৫৬ পৃষ্ঠায় আছে, "ইমাম মাহদী কাদ্‌য়া নামক স্থানে আগমন করবেন।" এরসাদুল মুসলেমীনের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় আছে, "ইমাম মাহদী কারা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক স্থানে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নবীগুরু মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পতাকাতলে একত্রিত করবার জন্য এবং নামধারী মোসলমানদিগকে সত্যিকারের মুসলমানে পরিণত করার জন্য তিনি আগমন করেছেন। কারণ মুসলমানদের নৈতিকতার নদী আজ শুষ্ক হইতে শুষ্কতর হয়েছে। মুসলমান আজ নীচ হতে নীচস্তরে নেমে গেছে। ইকবাল সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন ঃ

"দান ভাণ্ডার খোলাইত মোর,
সে দান নেবার সায়েল কই,
কারে আমি বল পথ দেখাইব,
পথ চলা সেই পথিক কই,
কবর লইয়া তেজারতি করে,
যে সব ঘৃণ্য ব্যবসাদার
মুক্তি পেলে বেচবেনা তারা,
কোথায় তাহার অঙ্গিকার।"

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর তিরোধানের পর আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাযিঃ) খেলাফতের ৩০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ঐশী আদেশে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্মভূমি, ও আহ্‌মদীয়া জামাতের কেন্দ্র কাদিয়ান (যাহা ভারতের অংশে পড়িয়াছে) হইতে হিযরত করেন।

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস। ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে দুই নামে অভিহিত হ'লো। পাকিস্তান ও ভারত। পাক-ভারত বিভাগের সময় ব্যাপক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। ফলে ভারতে অবস্থিত অধিকাংশ মুসলমানকে ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কাদিয়ানের প্রায় আহ্‌মদীগণ উক্ত সালে হিযরত করেন। হিজরত প্রসঙ্গে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেনঃ "আম্বিয়াগণের সংগে হিজরতও থাকে। কিন্তু কোন স্বপ্ন নবীর যুগে পূর্ণ হয়ে থাকে এবং সন্তান ও অনুসরণকারীর মাধ্যমে পূর্ণ হয়। যেমনঃ—আঁ-হযরত (সাঃ)-কে রোম ও পারস্যের চাবি দেওয়া হয়েছিল। অথচ ঐ রাজ্যগুলো হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর সময়ে বিজীত হয়েছিল।" (বদর ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫)। এই ভবিষ্যবাণীতে এক সূক্ষ্ম ইংগিত রয়েছে। তা হ'লো ২য় খলিফা হযরত ওমরের সময় ইসলাম বহুগুণে (বিশ্বে) বিস্তার লাভ করে। এখানে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) ২য় খলিফা হযরত ওমরের উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ এই খেলাফত মঞ্চেও দ্বিতীয় খলিফার অভিনয় এরূপ হবে, যাহা ইসলামের রূপ ও জ্যোতিকে সুন্দররূপে প্রতিফলিত করবে। এইরূপই ঘটেছে যাহা তকদিরের লিখন ছিল।

যুগনবীর একটি অমূল্যবাণী হলো, "ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হইতে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। তাহা কি? তাহা এই পথে আমাদের মরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানদের জীবন, এবং জীবন্ত খোদার মহিমাবিকাশ নির্ভর করে।" (ফতেহ্ ইসলাম)।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল-মোসলেহ্ মাওউদ (রাযিঃ) ১৯৪৭ সালের ৩১শে আগষ্ট ক্যাপ্টেন আতাউল্যা সাহেবের মোটরে কাদীয়ান হইতে লাহোর আগমন করেন। ১৯৪১ সালে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, কাদীয়ান আক্রান্ত হয়েছে এবং তিনি সেখান হতে বের হয়ে পাহাড়ী টিলাতে নতুন কেন্দ্র স্থাপন করে জায়গা খুজছেন। এরপর স্বাধীনতার পরে হিজরত পূর্বক লাহোর আগমন করিয়া যখন নূতন কেন্দ্র সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আরম্ভ করেন, তখন চৌধুরী আজিজ আহ্‌মদ বাজুয়া (সাব জজ) বলেন, "পত্রিকায় আমি অপনার স্বপ্ন সম্বন্ধে পড়েছিলাম। আমার জানামতে চিনিউটের নিকট চিনাব নদীর তীরে একটি জায়গা আছে, যাহা আপনার স্বপ্নের অনুরূপ।

১৯৪৭ সালে হুজুর (রাযিঃ) হযরত মীর্যা বসির আহ্‌মদ (রাযিঃ) নওয়াব মোহাম্মাদ দীন, চৌধুরী আসাদ উল্লা বার-এট ল এবং মুন্সী মোহাম্মদ দীন সাহেবদিগকে সঙ্গে নিয়ে এ জায়গা দেখার জন্য আগমন করেন। এ প্রসঙ্গে হুজুর (রাযিঃ) বলেন, "আশ্রয় নেবার জন্য যে স্থান আমি দেখেছিলাম এ পাহাড় আর দৃশ্য হু-বহু একই। তবে এ জায়গা তত শ্যামল নয়। হয়তো আমাদের

চেষ্টাতে এ স্থান শস্য-শ্যামল হবে।" রিভিনিউ রেকর্ডে রাবওয়া "ডাগিয়া গ্রাম" নামে অভিহিত। হিজরতের পরই সর্বপ্রথম লাহোরে সদর আঞ্জুমান খোলা হয় এবং নওয়াব মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ খান সাহেব নাজেরে আলা পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে এক জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নুতন কেন্দ্রের নাম, "জিকরা" "মাওয়া" "দারুল হিযরত" এবং "মদিনাতুলমছিহ্" প্রভৃতি নাম পেশ করা হয়। সবশেষে মরহুম মৌলানা জালাল উদ্দিন শামস, (আরব ও ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব মিশনারী) কোরআন মজিদের আয়াত و اوینهما الی ربوة ذات قرار معین পাঠ করেন। অতঃপর হুজুর (রাযিঃ) রাবওয়া নাম মঞ্জুর করতঃ ১৯৪৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে উহা ঘোষণা করেন। এই আয়াতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ক্রুশের যন্ত্রনার পর মসীহ নাসেরী ও তাঁহার মাতা এক উর্বরা, সুজলা ভূমিতে অর্থাৎ কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ঈসা (আঃ) যেমন মুসা (আঃ)-এর খাতামুল খোলাফা ছিলেন তদ্রূপ মুসার সদৃশ নবী মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর খাতামুল খোলাফা ইমাম মাহ্দী। তাই হিযরতের সময়ে অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করার পর "রাবওয়া"-তে (যাহার অর্থ উচ্চ স্থান) আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায়ই স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিরা আপত্তি করে যে, ঈসা (আঃ) যদি কাশ্মীর এসেও থাকেন, তবে তাহা সুজলা সুফলা স্থান ছিল; কিন্তু রাবওয়া তো সুজলা সুফলা নয়। পরিতাপ! তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, ইহাতেই মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর সম্মান উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ যে স্থান পূর্বেই সুজলা করে রেখেছেন সে স্থানে ঈসা (আঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, ইহাতে গৌরবের কি আছে। আর ইসলামের এক কৃতি সন্তানের দ্বারা শুষ্ক ভূমিকে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা করা হয়েছে। রাবওয়ার আয়তন ১০৩৪ একর। রাবওয়ার নকশা ১৮৪৮ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রাক্তন প্রভিন্সিয়েল প্ল্যানার মিঃ জেব জে-এ ছুমজী ১লা ফেব্রুয়ারীতে তৈয়ার করেন। ১৯৪৮ সনে রাবওয়া হইতে তিন মাইল পশ্চিমে আহ্মদনগর নামক গ্রামে জামেয়া আহ্মদীয়া, তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আকদাস (রাযিঃ) মাঝে মাঝে আহ্মদনগরে এসে ছাত্রগণকে সান্তনা প্রদান করতেন। এ সময়ে আহ্মদনগরের কোন কোন ব্যক্তি জোরের সাথে বলতেন, "রাবওয়াতে কেহই টিকতে পারবে না। যেহেতু পানীর জলের অত্যন্ত অভাব। কোথাও পানি পাওয়া যাবে না। আপনাদের পূর্বে একজন কোটিপতি হিন্দু বহু অর্থ ব্যয় করা সত্ত্বেও পানির দারুন সঙ্কটে নিপতিত হয়ে এ স্থান ত্যাগ করেছেন। উক্ত অর্থ ব্যয়ের দরুন তার হৃৎপিণ্ড পিড়ীত হয় এবং তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।" যখন তাহাদিগকে বলা হইত যে, হযরত আকদাসের স্বপ্ন অনুযায়ী এ স্থানকে কেন্দ্র হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে তখন তারা আশ্চর্য হোত। রাবওয়া শহরের ভিত্তিস্থাপনের সময় হযরত আকদাস ঐ সমস্ত দোওয়া পাঠ করেন যাহা হযরত ইবরাহিম (আঃ) মক্কা শরীফ পুনর্গঠনের সময় পাঠ করেছিলেন।

"হে আমার প্রভু, হে আমার পরওয়ারদেগার এই নগরকে তুমি শান্তিধাম করিও, আর উহার বাসিন্দাদিগকে প্রচুর ফল হইতে রুজী প্রদান করিও।

হে আমার প্রভু, আমাদের (এই খেদমতকে) গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি হইতেছ সর্ব্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

হে আমার প্রভু আমাদিগকে তোমার প্রতি নিবেদিত চিত্ত করিয়া রাখিও।"

হযরত খলিফা সানি (রাজিঃ) রাবওয়া প্রবেশ করার সময়ে এই দোওয়া পাঠ করেন ঃ

رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنك سلطانا نصیرا * وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ٥

"হে আমার প্রভু, আমাকে স্বসম্মানে বহিষ্কৃত কর এবং স্ব-সম্মানে পুনঃ প্রবিষ্ট কর। আর ঘোষণা কর সত্যের আগমন, তাই মিথ্যার তিরোধান, কারণ মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" রাবওয়ার নিকট চন্দ্রভাগা নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু আছে। নিচের অংশ দিয়ে রেলগাড়ী এবং উপরের অংশ দিয়ে মোটর, ট্যাকসি যাতায়াত করে। এই সেতুটি এক আহমদী ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে ১৯৩০ সনে নির্ম্মিত হয়।

১৯৪৯ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে রাবওয়াতে মসজিদে মোবারকের ভিত্তি রাখা হয়। ১৯৫০ সনের ২৯শে মে হুজুর (রাযিঃ) নিজ বাসস্থানের ভিত্তি রাখেন। উক্ত সনে তাহরীকে জদীদ ও সদর আঞ্জুমানের ভিত্তি স্থাপন করেন। হযরত আকদাস রাবওয়াকে সাতটি মহল্লাতে বিভক্ত করেন। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে নুতন একটি মহল্লা হইয়াছে। মহল্লাগুলোর নাম হলো। (১) দারুল ইয়ামন (২) বাবুল আবওয়াব (৩) দারুন নসর (৫) দারুল বারকাত (৫) দারুল ফজল (৬) দারুর রহমান (৭) দারুস-সদর (৮) দারুল উলুম। ১৪টিরও অধিক সড়ক হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো (১) মোবারক রোড (২) ষ্টেশন রোড (৩) জামে রোড (৪) রহমত রোড (৫) সদর রোড। ১৯৪৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে রাবওয়াতে রেলওয়ে ষ্টেশনের কাজ সমাধা হইলে পর ১লা এপ্রিল হইতে রাবওয়াতে রেলগাড়ী থামিতে আরম্ভ করে। চিনিউট হইতে রাবওয়া রেল ষ্টেশনের দূরত্ব ৬ মাইল। চিনউট ঝং জিলার একটি মহকুমা। ষ্টেশনটি প্রথমে মাটির ঘরে ছিল। আর একটি সুন্দর ইমারত মাটির ঘরটির স্থানে মাথা উচু করিয়া ভবিষ্যৎ-কালের উন্নতির কথা ঘোষণা করিয়া চলিয়াছে। বর্তমান মসজিদের সংখ্যা দাড়িয়েছে বিশটিরও অধিক। প্রথম প্রথম পানীয় জলের তীব্র অভাব দেখা দেয়। যেহেতু প্রথম অবস্থায় রাবওয়াতে কোন নলকুপ ছিল না, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'লো যে, চিনউট বাসীর দ্বারা নলকুপ বসানো হউক। কিন্তু তাহারা নিরাশার বাণী প্রকাশ করলেন। পরিশেষে মোহাজের আহমদী ভ্রাতাগণ নলকুপ বসানোর কাজ আরম্ভ করেন। নলকুপের জন্য বোরিং আরম্ভ হলে ৭০ ফুট পর্যন্ত পানির নাগাল পাওয়া গেল না। এক মাস পর যখন অন্য স্থানে বোরিং আরম্ভ হয়, তখন ৩৫ ফুট নিচেই পানির নাগাল পাওয়া গেল। প্রথম অবস্থায় যখন নলকুল বসানোর কাজ আরম্ভ হয় তখন পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাসীরা বলত, "বিশ্বশালীরা এই কার্যে সফলতা লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু তোমরা কি ভাবে কৃতকার্য হবে?" কিন্তু যখন হুজুর (রাঃ)-এর প্রার্থনার ফলে পানি পাওয়া গেল তখন তারা বলল যে, "এদের পীর অত্যন্ত শক্তি-শালী।" পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল হ'তে রাবওয়া প্রায় ১২ ফুট উচ্চে। এমন স্থানে পানি পাওয়া যাবে তাহা ভাবিতেও পারা যায় না। যখন ডাক্তারগণকে পানি দেখানো হল, তখন তাঁরা এই পানিকে পানের অযোগ্য বলল; কিন্তু আল্লাহ্‌র কি মহিমা! পরে আল্লাহ্‌তালা সেই পানিকেই সু-স্বাদু করে দিলেন। ১৯৪৯ সনের ১৪ই জানুয়ারী রাবওয়াতে পোষ্ট অফিস খোলা হয়। দুটি বাজার রাবওয়াবাসীর সম্পূর্ণ চাহিদা মিটাইতেছে। একটি গোল বাজার, অপরটি গাল্লা মণ্ডি। গল্লা অর্থ শস্য, মণ্ডি অর্থ বাজার। মোটর বাস হইতে নামলেই দেখবেন, দু'টি সড়ক দক্ষিণ দিকে চলেছে। প্রথমেই দেখবেন, মসজিদে মোবারক। মসজিদের সন্নিকটেই খেলাফত ভবন।

এখানেই আমাদের প্রিয় খলিফা বাস করেন। আর একটু অগ্রসর হলে আপনি চৌরাস্তায় পৌঁছবেন। একটি রাস্তা গোল বাজার হ'য়ে জলসা গাহ্ পর্যন্ত গিয়েছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে মুখো-মুখি দুটি ইমারত সফলতা ও অভিলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটি সদর আঞ্জুমানের অফিস, অপরটি তাহরীকে জদীদের অফিস। পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের সমস্ত কার্য সদর আঞ্জুমানের মাধ্যমে সমাধা হয়। আর ইউরোপের গীর্জার পার্শ্বে আল্লাহু আকবার ধ্বনি নিনাদিত এবং আফ্রিকার ঘন বনের অন্ধকারে জ্যোতির প্রকাশ হয় তাহ্রীকে জদীদের মাধ্যমে। ত্রিত্ববাদী-গণকে আহ্বান করা হয় একমেবাদ্বিতীয়ম পরম প্রভুর দিকে, যিনি প্রেরণ করেছেন শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে। আজ আহমদীগণ ছুটে চলেছে আফ্রিকাতে। আল্লাহ্‌র ফজলে সেখানে ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গোল বাজারে গেলে আপনি দেখতে পাবেন পূর্ব দিকে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে একটি পাহাড়ের পাদদেশে ফজলে ওমর হাসপাতাল, আর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিসটি। হাসপাতালের উত্তর দিকে বেহেশতী মাকবেরা। বহু সাধু পুরুষ ঘুমিয়ে আছেন এই স্থানে। গোলবাজার হ'তে রাস্তাটি পুনঃরায় দক্ষিণ দিকে চলেছে। রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বেই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার হলটি। এর পশ্চিম পার্শ্বে আনসার-উল্লার অফিস। বৃদ্ধের ন্যায় অথচ বিরাট মনোবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই হলটি। উভয় হলের উত্তর দিকে ওয়াকফে জদিদ। এরপর রেলওয়ে লাইন পার হয়েই দেখতে পাবেন একটি রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে ষ্টেশন হয়ে গাল্লামণ্ডি পর্যন্ত গিয়েছে। পূর্ব রাস্তাটির একটু দক্ষিণে অগ্রসর হলেই সম্মুখে পড়বে এক বিরাট ময়দান। জলসা সালানা এ'স্থানে হয়। এখান হতে একটি সড়ক সোজা পূর্ব দিকে গিয়েছে। বাম দিকে জামেয়া আহ্‌মদীয়ার ইমারতটি। পাক-ভারতের ছাত্র ছাড়াও শ্বেত, কালো, পীত বিভিন্ন জাতির ছাত্রগণের সমাবেসে এটা মুখর হয়ে থাকে। জামেয়া আহ্‌মদীয়ার পূর্বদিকে তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল, তারপর তালিমুল ইসলাম কলেজ। এবার চৌরাস্তায় আসা যাক। চৌরাস্তা হ'তে একটি সড়ক সোজা পশ্চিম দিকে চলেছে। সড়কটির দক্ষিণ দিকে রয়েছে নোসরত গার্ল'স ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল স্কুল। মেয়েদের জন্য কারিগরী প্রতিষ্ঠান। এর পর নোসরত গার্ল'স কলেজ, নোসরত গার্ল'স হাইস্কুল। এরপর কয়েকটি সড়ক একত্রিত হয়েছে। চৌরাস্তার সম্মুখেই ফরেন গেষ্ট হাউজ (অতিথিশালা)। বিদেশ হ'তে আগত বন্ধুগণের জন্য এই ব্যবস্থা। তারপর মেহমানখানা। এখানে প্রতি-দিন স্বদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত বহু লোক আহার করে থাকেন। রাবওয়াতে দু'টি প্রেস আছে। একটি জিয়াউল ইসলাম প্রেস ও অপরটি নোসরত আর্ট প্রেস। পত্রিকার সংখ্যা দাড়িয়েছে দশটি। এর মধ্যে আল-ফজল হলো দৈনিক পত্রিকা। গ্রন্থ প্রকাশনালয় তিনটি। (১) আস-সেরকাতুল ইসলামিয়া লিমিটেড (২) ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং করপোরেশন (৩) এদারাতুল মুচন্নেফিন। বারটি লাইব্রেরী আছে। জমাতের কার্যকে সুচারুরূপে সমাধা করার জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁহার কর্ম পদ্ধতিকে পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করেন। (১) প্রনয়ণ ও প্রকাশ বিভাগ (২) এশতেহার বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ বিভাগ। (৩) অথিতি শালা (৪) চিঠি-পত্রাদি বা বিজ্ঞাপন যাহা সত্যান্বেষিগণকে সম্বোধন করে লিখা হয়। (৫) মুরীদ (শিষ্য) ও বয়েত কারিগণের (দীক্ষা গ্রহণ কারিগণের) সিলসিলা বা মণ্ডলী। উপরোল্লিখিত শাখাগুলো সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, "এই সমুদয় কার্য সর্বদা

জারি রাখার পথে মূলধন এবং আর্থিক অভাব ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধক নাই। যদি আমাদের এই সমস্ত জিনিস জোগাড় হ'য়ে যায়, যথা—

আমাদের একটি প্রেস হয়, একজন কপি লিখক সর্বদা আমার কাছে থাকে এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচের উপায় হয় অর্থাৎ কাগজের মূল্য, ছাপা খরচ এবং কপি লিখকের বেতন বাবৎ যাহা খরচ হয় তাহা সময় সময় যোগাড় হতে থাকে তবে এই পাঁচটি শাখার মধ্য হতে পূর্ণরূপে এই এক শাখার পরিপুষ্টির যথেষ্ট বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। হে ভারত! তোমার মধ্যে কি এমন কোন সম্পদশালী ব্যক্তি নাই যিনি আর কিছু না হোক অন্ততঃ এই একটি শাখার ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত হবেন।" (ফতেহ্ ইসলাম—৫২ পৃঃ)।

হে যুগের মাহদী! আপনার উপর করুণাময় খোদাতালার অজস্র রহমত বর্ষিত হউক। আপনার সৌভাগ্যে আজ আপনার অনুসরণকারীগণ কল্পনাতীত উন্নতি করিয়াছে। আপনার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। হে মাহ্‌দী আপনার নির্মিত গৃহে আজ বাসা বেঁধেছে জাতি বিজাতি। আপনার মধ্য হ'তে বের হয়েছে স্নিগ্ধ বায়ু যাহা মানবাত্মাকে শীতল সতেজ করেছে, সান্ত্বনা দান করেছে।

আজ রাবওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। লাহোর হতে একটি রাস্তা রাবওয়া হ'য়ে সারগোদা, ঝিলাম, রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত গিয়েছে। রাস্তাটির উভয় পার্শ্বে বাবলা ও কিকড় জাতীয় গাছগুলো নীলগগণের মাঝে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রাবওয়ার পাদদেশ দিয়ে ব'য়ে চলেছে চন্দ্রভাগা বা চিনাব নদী। এই নদীটি কখনও ঘোলাটে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে বাংলার নদীর মত হ'তে চেষ্টা করে। তবে তাহা দীর্ঘস্থায়ী নহে, ক্ষণস্থায়ী। পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র সিন্ধু নদ ব্যতিত বাকী সকল নদী বারো মাস নৌবাহন যোগ্য নয়। সে জন্য কালের চক্রে মাঝে মাঝে চন্দ্রভাগা নদীও শ্রীহীন হ'য়ে পড়ে, তবে এটাকে মজা নদী বলা হায় না। রাবওয়া নদীসৈকতে অবস্থিত বলে নদীর সতেজ ও স্নিগ্ধ বায়ু শহরটি উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই রোগের প্রাদুর্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। রাবওয়ার দক্ষিণে প্রসিদ্ধ শিল্প শহর লায়ালপুর এবং উত্তরে সারগোদা শহরটি। পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ বন্দর করাচী হ'তে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিখ্যাত শহর পেশওয়ার পর্যন্ত সুদীর্ঘ রেল লাইন এই ক্ষুদ্র শহরটির মধ্য দিয়া অতিক্রম করেছে। রাবওয়াতে গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম পড়ে। আবার শীতের মৌসুমে তীব্র শীত পড়ে। উত্তরে একটি পাহাড় পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। এই পাহাড় রাবওয়াকে প্রাচীরের ন্যায় বেষ্টন করে আছে।

আজ রাবওয়ার জমির লবণাক্ততা ক্রমান্বয়ে বিদূরিত হচ্ছে। সু-স্বাদু পানি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে চিনাব নদী হতে পানি সরবরাহের কাজ চলছে। ইদানিং পানির ট্যাঙ্ক নির্মাণের কাজ সমাধা হয়েছে।

ইসলামের বাস্তব রূপকে নিন্দুক দার্শনিক জড়বাদি পণ্ডিতদের সম্মুখে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরবার জন্য রাবওয়ার যুবকগণ ছুটে চলেছে আধ্যাত্মিকতা শূন্য জনসমাগমে। সূর্য্যের কিরণের মত উজ্জ্বল অথচ চন্দ্রের আভার ন্যায় স্নিগ্ধরূপ নিয়ে আজ মরু ভাস্করে ছায়ার সঞ্চার করে চলেছে এরা। ক্লান্ত মানব আজ এই ছাঁয়ার তলে আশ্রয় প্রার্থী। আমেরিকা ও ইউরোপবাসী আজ এই ছাঁয়ার জন্য আকাঙ্খিত। আফ্রিকাবাসী দলে দলে এর তলে আশ্রয় নিচ্ছে। আগামী দিনের মানব এই বৃক্ষের ছায়ায় শান্তি লাভ করবে। দৃঢ়ভাবে ইসলামী বৃক্ষ পৃথিবীর বুকে প্রোথিত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।

চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বের জয়ধ্বনির ন্যায় আজ এই স্থানে ধ্বনিত হইতেছে।

বিশ্ব সভ্যতার আধ্যাত্মিকতার উজ্জ্বল প্রাণ কেন্দ্র রাবওয়া আরও উন্নতি করুক এই আমাদের কাম্য।

★

॥ উদ্বোধনী বক্তৃতা ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

প্রাদেশিক আমীর—ই. পি. এ. এ.

আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে এক বছর পরে আমরা আজ আবার এখানে মিলিত হয়েছি। এই সভায় একদিকে যেমন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থান থেকে ভ্রাতাগণ এসেছেন, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তান হতেও সম্মানিত বুজুরগান এসেছেন।

আমাদের একত্রে মিলন কোন ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের অথবা আমোদ প্রমোদের জন্য নয়। এই সভার আয়োজন আল্লাহ্‌তায়ালা, তাঁহার প্রিয় রসুল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং ইসলামের মহিমা প্রকাশের জন্য। ইসলামের সেবা আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রিয় লক্ষ্য। কারণ ইসলামের মধ্যেই ব্যক্তি, জাতি ও জগতের মুক্তি।

সকল জাতি আজি দুনিয়া অর্জনের নেশায় বিভোর। সকলেই আজ উন্নত হতে চায়। কিন্তু সে উন্নতি জড়ের মধ্যে আবদ্ধ। তাতে আত্মার স্থান নাই। জ্ঞানে বিজ্ঞানে মানুষ এত উন্নত হয়েছে যে, অতীতে তা কখনও হয় নাই। কিন্তু উন্নতি তার আত্মাকে শান্তি দিতে পারছে না। বাইরের আয়োজন তার যত বাড়ছে আত্মার শান্তি তার সেই পরিমাণে কমে যাচ্ছে। অচল চলা তার যত বেগবান হচ্ছে, অবস্থা তার তত চঞ্চল হয়ে আসছে। তার উন্নতির প্রতি রন্ধ্র দিয়ে ধ্বংশের লাল চোখ দেখা যাচ্ছে। সভ্যতার বড় এমারত তৈরী করতে গিয়ে, জোড়া দেওয়ার মসলা তার হারিয়ে গেছে। সেই মসলা ইসলাম দিয়েছে। উহা আল্লাহ্‌র প্রেম ও মানবের ভ্রাতৃত্ব। এই দুই প্রেম দিয়েই তার আত্মার শান্তি ও উন্নতি বজায় থাকতে পারে। খোদার প্রেম অগ্রগণ্য। উহা কাণ্ডস্বরূপ এবং মানব প্রেম বা ভ্রাতৃত্ব উহার শাখা স্বরূপ। যতদিন কোন জাতির মধ্যে খোদার প্রেম কায়েম থাকে, ততদিন তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম থাকে এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবন শান্তির সহিত উন্নতিশীল থাকে। কিন্তু খোদার প্রেমের অভাব ঘটতে থাকলে, আনুপাতিক ভাবে তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ববোধ কমে যেতে থাকে এবং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। পরিণামে স্বার্থ-ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব এসে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্বের স্থান দখল করে ও জাতিকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়।

মুসলমান জাতি অতীতে জগতকে এক সভ্যতা দিয়েছিল, বিজয়ের পর বিজয়ের গৌরবে তারা গরীয়ান হয়েছিল। কিন্তু সে বিজয় ইস্পাতের তৈরী তলওয়ারের দ্বারা হয় নাই। রং বেরঙের পাথর ও কেল্লার মধ্যে তাদের সভ্যতা ছিল না। আজও দিল্লী, আগ্রা, কর্ডোবা, গ্রেনেডা ও তাসখন্তে তাদের মনোরম হর্ম্য ও কেল্লা পড়ে আছে। এখন দেখে মনে প্রশ্ন জাগে কিসের অভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে যে জন্য তাদের বিজয় পরাজয়ে ও সভ্যতা অসভ্যতায় বদলে গেল। যারা বিজয় এনেছিল, তারা বিজয়ের সময়ে কোন কেল্লা সাথে আনে নাই, কিন্তু যাদের জন্য তারা কেল্লা গড়ে গেল তারা সে রাজ্য রাখতে পারল না। বিজয়ীরা কোন সে তলওয়ার এনেছিল, যা তাদের বংশধরেরা হারিয়ে ফেলল? সে ইস্পাতের তলওয়ার ছিল না। সে ছিল ইসলামের দুধারী প্রেমের তলওয়ার। এক হল আল্লাহ্‌র প্রেম এবং অপরটি হল মানবের জন্য নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ববোধ। এই দুই প্রেম মানবজাতিকে সীমাহীন উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। এই দুই প্রেম দিয়েই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য রচনা হতে পারে এবং হবে।

ইসলাম এই দুই প্রেমের পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে। খোদার প্রেম ও মানবের জন্য নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব ইসলামের মূলমন্ত্র। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এই প্রেমের পূর্ণ আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর এই দুই প্রেমের প্রকাশের আলোকে মানব জীবনের প্রতি কর্তব্য শান্ত উজ্জ্বল আকারে অনুসরণকারীর জন্য সদা অম্লান রয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাই ধর্ম হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। তিনি বলেছেন,

ورضيت لكم الاسلام دينا

সুতরাং ইসলামকে বাদ দিয়ে কোন উন্নতি স্থায়ী হতে পারে না এবং জগতে শান্তি সম্ভব নয়। ইসলাম শব্দের অর্থ হল শান্তি। জগৎ আজ শান্তির পিয়াসী। শিশুর জন্মের পূর্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধের সৃষ্টির ন্যায়, আজকের অশান্ত জগতের শান্তির জন্য ডাকের সাড়া আজ থেকে ১৪০০ বৎসর আগে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মারফত দিয়ে রেখেছেন। মুসলমানগণ যদি তাঁর শিক্ষাকে রক্ষা করে চলত, তা-হলে জগতে তারাই প্রধান থাকত এবং জগতে শান্তি রাজ্য কায়েম হত। কিন্তু দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলমানরা ১৩০০ বৎসর ধরে ক্রমে ক্রমে ইসলামকে ছেড়ে বসল। তার ফল বিষময় হল। তাদের অধঃপতন ঘটল। খোদার সঙ্গে সম্বন্ধ শিথিল হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার উপর থেকে তাদের বদ্ধমুষ্টি শিথিল হয়ে গেল।

খ্রীষ্টানরা তাদের রাজ্য নিল। এর পরে চলল ইসলামকে দুনিয়ার পিঠ থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এক যোগে খ্রীষ্টান পাদ্রী, হিন্দু পণ্ডিত ও পুরোহীতগণ ইসলামের উপর গুরুতর হামলা চালাল। লক্ষ লক্ষ পুস্তক ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা ও প্রচার করা হল। লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টান হয়ে গেল। উলেমা প্রমাদ গণল। তখনকার পাঞ্জাবের বিখ্যাত আলেম মোহাম্মাদ হুসেন বাটালবী সাহেব তাঁর আহলে হাদীস পত্রিকায় লিখলেন— "ইহা সত্য কথা যে, কোরআন করীম আমাদের মধ্য থেকে একেবারে উঠে গেছে। নামে মাত্র আমরা কোরআনের উপর বিশ্বাস রাখি। কিন্তু মনে মনে ইহাকে এক সাধারণ অতি সাধারণ গ্রন্থ বলে জানি।" খ্রীষ্টানগণ উল্লসিত হয়ে উঠল। এক পাদ্রী ঘোষণা করল—

"I might sketch Christian movement in Mussalman-lands, which has touched, with the radiance of the cross, the Lebanon and Persian mountains, as well as the waters of the Bosphorus and which is the sure harbinger of the day when Cairo and Damascus and Teheran shall be the Servants of Jesus aud when even the solititudes of Arabia shall be pierced and Christ, in the person of his disciples, shall enter the Kaba of Mecca and the whole truth shall at last be there spoken. This is eternal life that they might know Thee, the only true God and Jesus Christ whom Thou hast sent." (Barrows Lecturres, 1896—97 on Christianity, the world wide religion by John Henry Barrwos, Page—42)

অর্থাৎ—"মুসলমান দেশগুলিতে খ্রীষ্টান ধর্মের উন্নতি সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে যাইয়া এখানে বলা হইয়াছে যে, ক্রুশীয় মতবাদের উজ্জ্বল জ্যোতি যেমন একদিকে লেবানন ও অন্য দিকে পারস্যের পর্বত এবং বসফরাসের স্বচ্ছ জল-রাশিকে আলোকে উদ্ভাষিত করিয়াছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে কায়রো দামেস্ক এবং তেহরান যীশু খ্রীষ্টের সেবক-বৃন্দ দ্বারা পূর্ণ দেখা যাইবে; আরবের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া যীশু খ্রীষ্টের ভক্তবৃন্দের দ্বারা মক্কা নগরীর খাশ কাবায় প্রবেশ করিবে এবং কাবাগৃহে ক্রুশ ধর্মের অনন্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত হইবে।"

মনে হল বুঝি ইসলামের মরণ ঘণ্টা বেজে উঠল। অবশ্য ধর্ম যদি মানুষের ভাঙা-গড়ার বিষয় হত, তা হলে এই পাদ্রীর উক্তি সফল হত। কিন্তু ধর্মের মালিক হল আল্লাহ্‌, যিনি ইসলামকে মনোনীত করেছেন। ১৪০০ বৎসর আগে পৃথিবীর মহা দুর্দিনে একবার যেমন তিনি আরবের মরুভূমিতে সহায়সম্বলহীন এক মানব—পূর্ণ মানব হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দ্বারা জগতের অন্ধকার দূর করে স্বর্গরাজ্যের স্থাপন করেছিলেন, এযুগের অন্ধকার দূর করে বিশ্বে শান্তিরাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর এক দাসকে খাড়া করেন। ইসলাম মরার ধর্ম নয়,

ইহা অনন্ত জীবনের উৎস। এই উৎসে আদর্শ জীবন ও ঐশী জ্যোতি লাভ করে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বজ্র নিনাদে ঘোষণা করলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যেমন পুনঃরায় মাতৃগর্ভে ফিরে যায় না, তেমনি প্রগতির ধারায় ধর্ম ইসলামরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর, উহা উল্টা পায়ে খ্রীষ্টধর্মে ফিরে যেতে পারে না, পারবে না। মানব জাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মশাস্ত্র নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোনই রসুল এবং যোজক নাই। ইসলাম ধর্মই জগতে বিজয়ী হবে, ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। দুর্জয় খ্রীষ্টান রাষ্ট্র শক্তি-পুষ্ট পাদ্রীদের প্রচণ্ড প্রচার আক্রমণ, হিন্দু পণ্ডিতগণের বিষোদ্গীরণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার নাস্তিকতামূলক প্রবাহ, জড়বাদিতার বিপুল আকর্ষণ, মুসলমান উলেমাগণের নিশ্চেষ্টভাব ও তাদের আত্মকলহে নিমজ্জমান ইসলাম তরীর হাল, তিনি মজবুত হাতে ধরলেন। পুনঃ শুরু হল সংগ্রাম। আরবের মরুভূমিতে শয়তান তলওয়ার নিয়ে এসেছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে এবার শয়তান তার সব সহচর সহ এল কলম নিয়ে। দুর্বল পাখার ছোট একটি কলম নিয়ে মহাবীরের ন্যায় দাঁড়ালেন হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) জগতের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলায়। তাঁর লেখনীর আঁচড়ে আঁচড়ে খেলে গেলো জ্ঞান, যুক্তি ও অপূর্ব শক্তির ঝলক। ইসলামের বিরুদ্ধে সকল আপত্তি খণ্ডন করে, ইসলামের সত্যতা ও কল্যাণ অকাট্যভাবে সাব্যস্ত করে, উত্তরবিহীন প্রশ্নে বিরুদ্ধবাদীগণকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও মতে ঠেসে ধরলেন। ঐশী নিদর্শনের পর নিদর্শন দিয়ে তাদেরকে অভিভূত করে ফেললেন। ইসলামের বিরুদ্ধ-বাদীদের কলম শুষ্ক ও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সারা দুনিয়ার উপর চকিতে যেন যাদুমন্ত্র খেলে গেলো। মুসলমানদের বিধর্মী ও নাস্তিক হওয়ার দিন চলে গেল। ইসলামের সুশীতল চন্দ্রাতপতলে বিভ্রান্তগণের আশ্রয় গ্রহণের পালা শুরু হয়ে গেল। রাহুমুক্ত ইসলামের আধ্যাত্মিক রবির কিরণচ্ছটা এখন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর কোনে কোনে আজ لا إله إلا الله محمد الرسول الله এর জয়ধ্বনি উঠেছে। এর অগ্রগতিকে কেউ রুখতে পারবে না। যারা গত শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেছিল আজ তাদেরই সাক্ষ্য শুনুন—

১৯৬১ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের Daily Time পত্রিকা Future of Christianity in West Africa" [পশ্চিম আফ্রিকার খ্রীষ্টধর্মের ভবিষ্যৎ] শীর্ষক প্রবন্ধে লিখছেন,

"I can make my verdict in the shortest of sentences. I can make it in one word, None"

অর্থাৎ "সংক্ষেপে এক কথায় আমার রায় এই যে, খ্রীষ্ট ধর্মের আর কোনই ভবিষ্যৎ নাই।"

১০৬৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের West African Pilot পত্রিকায় লিখেছে :

'It has long been obvious that Christian Church in its present frame, has no hope of survival in Africa. The unprecedented growth of Islam is giving the Christan Church in South Africa serious headache. The only cure is for the Church to change its present frame, The alternative is extinction,

অর্থাৎ—ইহা অনেক দিন হতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বর্তমান কাঠামোয় আফ্রিকায় খ্রীষ্ট ধর্মের বেচে থাকার আশা নাই। ইসলামের অভূতপূর্ব উত্থান আফ্রিকায় খ্রীষ্ট-ধর্মের জন্য মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একমাত্র প্রতিকার খ্রীষ্ট-ধর্মের বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন করা। নচেৎ এর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমেরিকার বিখ্যাত Magazine—১৯৫৭ সালের ৯ই মে তারিখের Life পত্রিকায় লিখেছে, "In some areas where Christian and Muslim missioneris are in Competition, Islam gains 10 converts for everyone who accepts the rival faith.

অর্থাৎ—'যে সকল স্থানে খ্রীষ্টান ও মুসলমান মিসনারীগণ মোকাবেলায় কাজ করছে সেখানে একজন খ্রীষ্টান হলে দশজন ইসলাম গ্রহণ করে।"

চলতি শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক জর্জ বার্ণাড শ বলেছেন :

"The medieval ecclesiastics, either through ignorance or bigotry painted Muhammadanism in the darkest collurs. They were in fact, trained to hate both the man Mubammad and his religion. To them Muhammad was anti-christ. I have studied him, the wonderful man and in my opinion far from being an anti-christ. he must be called the saviour of humanity. I believe, if a man like him were to assume dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring in the much needed peace

and happiness. Europe is begining to be enamoured of the creed of Mahammad. In the next century it may go still further in recognising the utilily of that creed in solving its problems and it is in this sense that you must understand my prediction. Already, even at the present time, many of my own people and of Europe as well, have come over to the faith of Muhammad. And the Islamisation of Europe may be said to have begun." (On Getting Married By George Bernard Shaw.) অর্থাৎ "মধ্য যুগের খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতা অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামকে জঘন্যরূপে প্রচার করিত। প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে এমনভাবে গড়িয়া তোলা হইত, যাহাতে তাহারা মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁহার ধর্মকে ঘৃণা করে। তাহাদের মতে মোহাম্মাদ (সাঃ) খ্রীষ্টের অরি ছিলেন। আমি তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, তিনি আশ্চর্য শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি খ্রীষ্টের অরি ত দূরের কথা, তাঁহাকে মানবতার মুক্তিদাতা বলা উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি বর্তমানকালে একনায়কত্ব গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি বর্তমান সমস্যাগুলির এরূপ সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন যে, পৃথিবী শান্তি ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইবে। এখন ইউরোপ ইসলামের শিক্ষাকে বুঝিতেছে এবং আগামী শতাব্দীতে ইউরোপ নিজ সমস্যাবলির সমাধানের জন্য এই ধর্মের ব্যবস্থাকে আরও বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে। এই ভাবার্থে আমার ভবিষ্যদ্বাণীকে তোমরা গ্রহণ করিও। আজকালও আমার দেশের তথা ইউরোপের বহু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাকে ইউরোপের ইসলামী দেশে পরিণত হওয়ার সূচনা বলা যাইতে পারে।"

দুশমনেরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল যে, উহা তরবারির দ্বারা জয়যুক্ত হয়েছিল। তার উত্তরে এই যুগে আল্লাহ্ কলমের দ্বারা ইসলামের বিজয় দেখিয়েছেন। ইসলাম অচিরে বিশ্বে সকল মত ও পথকে ছেয়ে ফেলবে। সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা রচনায় যে বিধানকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, উহাই অচিরে মূল বিধানে পরিণত হবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাণী :

"The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner." (Math 21 : 42)

অর্থাৎ "যে প্রস্তরকে নির্মাতাগণ পরিত্যাগ করিয়াছিল, উহাই গৃহের ভিত্তি প্রস্তর হইয়াছে।"

অচিরেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। কাবা কেন্দ্রিক ধর্মই জগতের একমাত্র ধর্ম হবে। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে যে কার্যক্রম রয়েছে তা পালনের দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে। আমাদিগকে কথা ও কাজে খাঁটি মুসলমান হতে হবে এবং নিজেদের আদর্শ দিয়ে জগতে ইসলামের প্রচার করতে হবে। জড়বাদী মানব পার্থিব সভ্যতার যে সুঠাম, সুন্দর জড়দেহ রচনা করতে সচেষ্ট, আহ্‌মদীয়া জমাতের ও সব মুসলমানের অংশে সেই দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার কাজ উঠেছে। প্রাণহীন দেহ ধ্বংসশীল ও ধ্বংসকারী। বর্তমান সভ্যতায় প্রাণপ্রতিষ্টা করে বিশ্বের মানব মণ্ডলীকে নিয়ে অখণ্ড মানব সমাজ গঠন খ্রীষ্ট ধর্মের কাজ নয়, ইহা কমিউনিজমের কাজ নয়, ইহা ইসলামের কাজ। অতএব আসুন আমরা মানবতাকে রক্ষা করার জন্য সৃষ্টিকে ধ্বংস হতে বাঁচাবার জন্য জগৎবাসীকে ইসলামের অভিষেক দিতে ত্বরা করি।

গত বৎসর আমাদের প্রিয় নেতা হযরত আমিরুল মোমেনিন (আইঃ) জমাতের সম্মুখে একটি বিশেষ কার্যতালিকা পেশ করেছেন। (১) ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ সকল আহ্‌মদী কোরআন পড়বে, বুঝবে, এবং কোরআনের তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা করবে। (২) এই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য ও তদনুযায়ী জমাতের তরবিয়ত করতে ৫০০০ অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যেকে বছরে কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ওয়াকফ করবে, যারা আপন খরচে এই খেদমত করবে, এবং (৩) কোন আহ্‌মদী অনাহারী না থাকে প্রত্যেক জামাত তার ব্যবস্থা করবে।

আমরা এই ত্রিবিধ কাজ গত বৎসর আরম্ভ করেছি। আমাদিকে এ কাজ জোরদারভাবে করতে হবে। কারণ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা দ্বারাই ইসলামের বিশ্ববিজয় হবে এবং অনাহার দূর করার দ্বারাই সমাজে ও জগতে শান্তি ও প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আসুন আমরা সকলে সংকল্প গ্রহণ করি, আল্লাহ্‌র আদেশে আমাদের জীবন ও বিশ্ব-জগৎ গঠন করব। আল্লাহ্‌তালা আমাদের পথ প্রদর্শক এবং সহায় হোন। সকল প্রশংসা তাঁহারই ॥ *

* পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসায় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর হযরত মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব কর্তৃক পঠিত। (সঃ আঃ)।

॥ সওয়াল ও জওয়াব ॥

আনিসুর রহমান

ছাত্র, জামেয়া আহ্‌মদীয়া 'রাবওয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৬। প্রশ্ন ঃ কোরআন কোন ভাষায় নাজেল হইয়াছে ?
উঃ—আরবী।

১৭। প্রঃ—কোরআনের তিনজন বিখ্যাত মোফাচ্ছেরের নাম ?
উঃ—হযরত মীর্যা বসিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) হযরত জমখশরী (রহঃ) হযরত বয়জারী (রহঃ)।

১৮। প্রঃ—কোরআনে উল্লিখিত মুলেবআলাইহিমের দলগুলি কি কি ?
উঃ—নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং সালেহ।

১৯। প্রঃ—তিনটি আসমানী কিতাবের নাম কি ?
উঃ—কোরআন, তৌরীত এবং ইঞ্জিল।

২০। প্রঃ—মোসলমানদের পবিত্র স্থানের নাম কি এবং কোথায় ?
উঃ—মক্কায়। আরবে অবস্থিত।

২১। প্রঃ—ইহুদীদের পবিত্র স্থানের নাম কি এবং কোথায় ?
উঃ—জেরুজালেম। পেলেষ্টাইনে।

২২। প্রঃ—তৌরীত কোন ভাষায় নাজিল হইয়াছে ?
উঃ—ইব্রানী ভাষায়।

২৩। প্রঃ—মোসলমানদের পবিত্র গ্রন্থের নাম কি ?
উঃ—আল-কোরআন।

২৪। প্রঃ—ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থের নাম কি ?
উঃ—তালমুদ।

২৫। প্রঃ—হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কত খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন ?
উঃ—৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই রবীউল আওয়াল।

২৬। প্রঃ—হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর পিতার নাম কি ?
উঃ—হযরত আবদুল্লাহ।

২৭। প্রঃ—তাঁহার মাতার নাম কি ?
উঃ—হযরত আমেনা বিনতে ওহাব।

২৮। প্রঃ—তাঁহার দাদার নাম কি ?
উঃ—হযরত আবদুল মুতালেব।

২৯। প্রঃ—তাঁহাকে কে মধু পান করাইয়াছিলেন ?
উঃ—হযরত হালীমা।

৩০। প্রঃ—তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে কোথায় এবাদত করিতেন ?
উঃ—হেরা গুহায়।

৩১। প্রঃ—মক্কাবাসীরা তাঁহাকে কি উপাধী দিয়াছিল ?
উঃ—সাদেক এবং আল-আমীন।

৩২। প্রঃ—তিনি কত বৎসর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন ?
উঃ—চল্লিশ বৎসর বয়সে।

৩৩। প্রঃ—তাঁহার উপর পুরুষদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ঈমান আনিয়াছিলেন ?
উঃ—হযরত আবু বকর (রাঃ)

৩৪। প্রঃ—তাঁহার উপর নারীদের মধ্যে কে প্রথম ঈমান আনিয়াছিলেন ?
উঃ—হযরত খাদিজা (রাঃ)।

৩৫। প্রঃ—অল্পবয়স্কদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ঈমান আনিয়াছিলেন ?
উঃ—হযরত আলী (রাঃ)

৩৬। প্রঃ—গোলামদের মধ্যে কে প্রথম ঈমান আনিয়াছিলেন ?

উঃ—হযরত জায়েদ (রাঃ)।

৩৭। প্রঃ—রসুল করীম (সাঃ) হিজরতের সময় কোথায় আশ্রয় নিয়াছিলেন?

উঃ—ছুর গুহায়।

৩৮। প্রঃ—হিজরতের সময় তাঁহার সঙ্গে কে ছিলেন?

উঃ—হযরত আবু বকর (রাঃ)।

৩৯। প্রঃ—তিনি কত বৎসর বয়সে বিবাহ করেন?

উ,—২৫ বৎসর।

৪০। প্রঃ—তাঁহার চারিজন বিবির নাম।

উঃ—হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত সওদা।

৪১। প্রঃ—তাঁহার পুত্রদের নাম কি কি?

উঃ—হযরত ইব্রাহিম, হযরত কাসেম, হযরত তৈয়ব, হযরত তাহের।

৪২। প্রশ্নঃ—রসুলে করীম (সাঃ)-এর মেয়েদের নাম কি কি?

উঃ—হযরত ফাতেমা, হযরত রোকেয়া, হযরত জয়নব, হযরত উম্মেকুলসুম।

৪৩। প্রশ্নঃ—তাঁহার চারজন সাহাবীর নাম?

উঃ—হযরত আবাছ (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত যায়েদ, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)

৪৪। প্রঃ—তাঁহার তিনজন মেয়ে সাহাবীর নাম?

উঃ—হযরত খাদিজা (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত মারিয়া (রাঃ)

৪৫। প্রঃ—বিশিষ্ট ৬টি হাদিসের নাম কি কি?

উঃ—সহি বুখারী, মোসলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, নেছাই, ইবনে মাজা।

৪৬। প্রঃ—৪ জন ইমামের নাম কি কি?

উঃ—হযরত ইমাম আবু হনিফা, ইমাম শাফী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হামবল।

৪৭। প্রঃ—রসুল করীম (সাঃ) কত বৎসর বয়সে মারা যান?

উঃ—৬৩ বৎসর বয়সে।

৪৮। প্রঃ—তাঁহার পবিত্র কবর কোথায়?

উঃ—মদিনায়।

৪৯। প্রঃ—খোলাফায়ে রাশেদীনগণের নাম কি এবং তাঁহারা কতদিন ধরিয়া খেলাফত পরিচালনা, করিয়াছিলেন।

উঃ—হযরত আবুবকর বিন কুহাফা ১১ হিজরী হইতে ১৩ হিজরী—হযরত ওমর বিন খাত্তাব ১৩—২৩ হিজরী; হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান ২৩-৩৫ হিজরী; হযরত আলী বিন তালেব ৩৫ হইতে ৪০ হিজরী।

৫০। প্রশ্নঃ—খেলাফতে রাশিদা মোট কত বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

উঃঃ—৩০ বৎসর।

৫১। প্রঃ—মক্কা মুসলমানগণ কর্তৃক কত সনে বিজিত হইয়াছিল এবং কতজন সাহাবী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন?

উঃ—৬২৯ খ্রীঃ রমজান মাসে। ১০ হাজার সাহাবী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন?

৫২। প্রঃ—বদরের যুদ্ধ কবে হয়, এবং কতজন সাহাবী যোগদান করেন?

উঃ—৬২৩ খ্রীঃ ৩১৩জন সাহাবী যোগদান করেন?

৫৩। প্রঃ—হযরত ওমর হযরত ওসমান এবং হযরত আলী কাহাদের হাতে শহীদ হন?

উঃ—হযরত ওমর ইরানী গোলাম আবুলুলুর হাতে, হযরত ওসমান আবদুল্লা বিন সাবার হাতে, এবং হযরত আলী আবদুর রহমানের হাতে।

৫৪। প্রঃ—আশারা মুবাশশেরা কারা ছিলেন? (অর্থাৎ যাঁদেরকে ইহকালেই জান্নাতের সুভসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল?

উঃ—হযরত আবু বকর, হযরত ওমর; হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ। হযরত আবু ওবায়েদা, হযরত তালহা, হযরত জুবায়ের, হযরত সায়াদ বিন আক্কাস, হযরত সায়াদ বিন জায়েদ। (ক্রমশঃ)

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	"	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	"	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	"	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	"	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	"	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	"	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	"	Rs. 8·00
The truth about the split	"	Rs. 3·00
The Economic struture of Islamic Society	"	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
Islam and Communism	"	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	"	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত :	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা :	"	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন :	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ :	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca – 1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.